উন্মাদ মনস্তত্ত্বের কবি অজিতকৃষ্ণ

পবিত্র অধিকারী

‘ছন্দে অধিকার এবং যথার্থ কবি মানসের অধিকার - এই দুই-ই অজিতকৃষ্ণ বসুকে সর্ব পাঠক - জনপ্রিয় করেছে। আপন মনে হাসতে হাসতে গভীর কথা বলার এমন সহজ ক্ষমতা দুর্লভ। ...কৌতুকের গিল্‌টি একটু ঘষলেই উঠে যায়, বেরিয়ে পড়ে আসল সোনা, তাতে কোনও খাদ নেই।’ -- পরিমল গোস্বামীই অজিতকৃষ্ণকে প্রথম আবিষ্কার করেন একথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবেনা। ‘শনিবারের চিঠির’র দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে প্রথম আবিষ্কার করেন একথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। ‘শনিবারের চিঠি’র দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে প্রথম সংখ্যায় (অগ্রহায়ণ ১৩৩৯) অজিতকৃষ্ণের ‘মানসাঙ্ক’ কবিতাটি ছাপেন পরিমল গোস্বামী। এই কবিতাটির প্রকাশ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে অজিতকৃষ্ণ লিখছেন --

‘আমার সাহিত্য জীবনে তাঁর (পরিমল গোস্বামী) দান অপরিমেয়। তিনি যদি আমার ‘মানসাঙ্ক’ কবিতাটি ‘শনিবারের চিঠি’তেনা ছাপতেন তাহলে আমি আর কোন লেখাই পাঠাতাম না ‘শনিবারের চিঠি’তে যে পত্রিকাটি আমার সাহিত্য জীবনের ভিত্তি। হয়তো লেখক ‘অকৃব -রই জন্ম হতো না - তাহলে। (বাংলা সাহিত্যের কি বিরাট ক্ষতি হত!)

‘যখন সম্পাদক ছিলাম’ গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে পরিমল গোস্বামী লিখছেন ‘অজিতকৃষ্ণ বসুর কবিতা আমার আমলের প্রথম সংখ্যায় ছাপা হলো। এটি আমার এত ভালো লাগল যে তারপর থেকে সে যা লিখেছে তা না পড়ে প্রেসে দিয়ে দিয়েছি। এই কবিতাটিরনাম ছিল ‘মানসাঙ্ক’। কবিতাটি বেনামা ছাপা হয়। তার অন্য লেখায়, অ-কৃ-ব ছদ্মনাম থাকত। অজিতকৃষ্ণকে তখনো আমি দেখিনি।’ কবিতাটির প্রকাশকাল ১৯৩২। কবিতাটি প্রকাশিত হবার পর ‘শনিবারের চিঠি’র দরোজা সপাটে খুলে যায়। আর পিছন ফিরেতাকাতে হয়নি অজিতকৃষ্ণকে। গোছা গোছা লেখা যা পাঠিয়েছেন তাই ছাপা হয়েছে। একটি টুকরো নমুনা দিচ্ছি। ‘প্লেটো ও সোক্রোটিস’---

দাদারা জানেন কেউ প্লেটো কোথা গেছে,
কোথা সোক্রেটিস
গ খোঁজা করেছি যে হেথায় হেথায়,
পাইনি হদিস।
কোথায় রে সোক্রেটিস, কোথায় রে প্লেটো!
আয় তোরা আয়
যাবি যদি মোর সাথে ম্যাটিনির শোতে
মেট্রো সিনেমায়।

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক গু - শিষ্যকে একসঙ্গে মেট্রো সিনেমায় ম্যাটিনি শো’তে সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাবার জন্যে কবি অকৃব’র এই ব্যাকুলতা নিশ্চয়ই সম্পাদক পরিমল গোস্বামীর মন স্পর্শ করেছিল, তাই এই কবিতা তিনি সানন্দে ছেপেছিলেন উপরন্তুআমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন --- ‘আপনি যখন যাহা লেখেন নিঃসঙ্কোচে পাঠাইয়া দিবেন।’

পরিমল গোস্বামীর সঙ্গে যোগাযোগ এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষণা অ-কৃ-ব’র জীবনে এক মস্ত আশীর্বাদ। পরবর্তীকালে পরিমল

গোস্বামী সম্পাদিত রবিবাসরীয় 'যুগান্তর' পত্রিকায় 'অ-কৃ-ব'র অবিস্মরণীয় দুটি রচনা প্রকাশিত হয়। একটি হল রাসভ - প্রশস্তি এবং অন্যটি ধারাবাহিক, 'যাদুকাহিনী', যা পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়ে বাংলাভাষায় সর্বপ্রথম জাদুসাহিত্য - গ্রন্থরূপে নরসিংহ দাস পুরস্কার সম্মানিত (১৯৬৪) হয়। 'রাসভ-প্রশস্তি' কবিতাটি সম্পাদকের এতই ভালো লেগেছিল যে রবিবাসরীয় 'যুগান্তরে' কবিতাটি, কবিতা না - ছাপার সাধারণ নীতি ভঙ্গ করে তিনি ছেপেছিলেন। কবিতার কিছু অংশ---

হে রাসভ!
তোমারি সমান বুদ্ধি ভাগ্যবান অনেক মানব
উচচপদে অভিষিক্ত দেখিয়াছি, দেখিতেছি আজো,
তাহাদের সাথে শুধু প্রভেদ তোমার
প্রধানত পদের সংখ্যা,
চতুষ্পদ হে গর্দভ।
ইহাদের অনেকেরে দেখে মনে হয়
ছদ্মবেশে আসি তুমি মোদের সমাজে
একটি লাঙুল আর দুটি পদ লুকাইয়া
উচচপদে করিছ বিরাজ।

অ - কৃ -ব'র সাহিত্য জীবনের দ্বিতীয় সম্পাদক সজনীকান্ত দাস। ১৯৩২ থেকে ১৯৩৭ 'শনিবারের চিঠি'তে অনেক রকমের বিচিত্র গদ্য পদ্য ছাপা হলেও ১৯৩৭-এর আগে সজনীকান্তের সঙ্গে অ-কৃ-ব'র সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটেনি। সম্পাদক সজনীকান্ত প্রসঙ্গেঅজিতকৃষ্ণ লিখছেন --- 'সজনীকান্ত দাসের কাছে প্রচুর ঋণে ঋণী, সব চেয়ে বেশী বোধহয় আমার 'প াগলা গারদের কবিতা' বাংলা সাহিত্যে যে স্বীকৃতি পেয়েছে, তার জন্যে।...কবি সুকুমার রায় যেমন ছোটদের জন্যে খেয় াল রসের কবিতা লিখে গিয়েছিলেন'আবোল তাবোল' নাম দিয়ে, আমিও তেমনি বড়দের জন্য খেয়ালরসের উদ্ভট - অদ্ভুত- খাপছাড়া - আজগুবি - ননসেন্স ধরনের কিছু কবিতা লিখব প্রধানত 'পাগলা - গারদের কবিতা' ---- এই ছিল অ-কৃ-ব'র মনঅভিলাষ এবং তা পূর্ণ করলেন সজনীকান্ত দাস। কিন্তু শুধু পাগলদের নিয়েই কেন তিনি 'শনিবারের চিঠি' এবং 'যষ্টিমধু'তে এত অসংখ্য রচনা লিখতে গেলেন? তার পশ্চাৎপটের দর্শন সম্পর্কে একটু খতিয়ে দেখতে অ-কৃ-ব'র লেখা থেকে অংশ বিশেষ উদ্ধার করছি। 'অনেক পাগল আমি স্টাডি করেছি। একজন ছিলেন ঢাকা শহরের গেন্ডারিয়া প াড়ায় আমার প্রতিবেশী সুধন্যকুমার গুহ, ডাক নাম সুধন বাবু। একদিন একজোড়া জুতোবগলে নিয়ে খালি পায়ে হেঁটে চলেছেন। প্রশ্ন করলাম, -- জুতো, পায়ে না থেকে বগলে কেন? সুধনবাবু বললেন, -- নাকো ফোঁড়া।

আর এক পাগলের কথা লিখেছেন অজিতকৃষ্ণ -- কলকাতার একটি পার্কের এক কোণে বিখ্যাত ওষুদ ব্যবসায়ী বটকৃষ্ণ পালের মর্মর মুর্তির দিকে তাকিয়ে সেই পাগলটি প্রশ্ন তুলেছে -- কি হে বটকেষ্টো পাল, তোমার মুখে যে বড় হাসি দেখা য ায়?

পাগলের এই ধরণের অনুসন্ধিৎসায় জন্ম হল একটি কবিতার। অজিতকৃষ্ণ লিখলেন---

'পার্কের ঈশান কোণে বসে আছে
পাথরের বেদীর ওপর
পাথরের জনার্দন পাল,
মুখে তার শুষ্ক হাসি, ভাঙা দুটি গাল,
পায়ে পাথরের চটি
গায়ে তার পাথরের সাল।'

১৯২৬ সালের কোন একদিন ঢাকার করোনেশন পার্কের মধ্যে দিয়ে অজিতকৃষ্ণ স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিলেন, এই ঘটনার দুদিন আগেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ এখানে এসেছিলেন। অজিতকৃষ্ণ লিখছেন --- 'পার্কের যেখানটায়

মঞ্চে বসেএক অদ্ভূত পাগল -- মনে হল যেন রবীন্দ্রনাথের কোনও নাটক থেকেই সে বেরিয়ে এসেছে --- আপন মনে প
ায়চারি করতে করতেডান হাতের তর্জনী নিজের মাথার ওপর ঘোরাতে ঘোরাতে ঘোষণা করছে ঃ 'সম্ভব অসম্ভব হবে,
অসম্ভব সম্ভব হবে।" পাগলের এই অদ্ভূতউক্তিটা আমার মনে গেঁথে রইল। তারপর থেকে চিরদিন আমি এই বিশ্বাসেই কাজ
করে আসছি যে অসম্ভব বলে যাকে ভাবছি তাকেও সম্ভব করা সম্ভব, কোনো কিছুতেই 'অসম্ভব' ভেবে হাল ছেড়ে দিতে
নেই। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ পেল স্বরাজ সন্ধিবিচ্ছেদে সু - অরাজ। বৃটিশ শাসন মাথার ওপর চেপে থাকতে আমাদের
মধ্যে যে এক ধরনের একতা ছিল, বিদেশী শাসন বিদায় নেবার পর তা বদলে শু হল বিচ্ছিন্নতা স্বাতন্ত্র্য। শৃঙ্খলা ভাঙাকে
আমরা ভুল করতে শু করলাম শৃঙ্খল ভাঙা ভাবতে। তখন আমার মনে হল ১৯২৬ সালে ঢাকা শহরের বুই গঙ্গার তীকে
করোনেশন পার্কের সেই পাগলটির ভবিষ্যদ্‌বাণীর সত্যতা প্রমাণিতকরে স্বরাজ - প্রাপ্ত ভারতে অনেক সম্ভব অসম্ভব হচ্ছে,
মনে হল একুশ বছর আগে দেখা ঐ ঢাকাই পাগলটি পাগলামির ছলে গভীর সত্য কথা বলেছিল। পাগলদের বিভিন্ন
দৃষ্টিকোণ থেকে অজিতকৃষ্ণ লিখলেন অনেক গভীর সত্য কথা, দার্শনিকপ্রজ্ঞায়। কিন্তু ছাপবে কে এসব নতুন খেয়ালের
কবিতা? অজিতকৃষ্ণ লিখছেন -- 'কয়েকটি সাহিত্য - পত্রিকায় (মাসিক এবংসাপ্তাহিক') সম্পাদকের সম্পাদকীয় বিবেচন
ার জন্য পাঠিয়ে দিলাম। প্রত্যেক ক্ষেত্রে সম্পাদকীয় স্বীকৃতি জানাবার এবং অমনোনীত হলে কবিতাগুলি ফেরৎ পাঠার
জন্য ডাকটিকিট চিঠির সঙ্গে পাঠিয়ে দিলাম। সবগুলি কবিতাই ফেরৎ এলো। এ ক্ষেত্রে ঝাঁঝালো মন্তব্য ছিল ---'এ সব
ছাইপাশ লেখেন কেন?' ফিরে আসা কবিতাগুলি এবং সম্পাদকীয় প্রত্যাখ্যান পত্রগুলি সজনীদাকে দেখালাম। সজনীদা
আমাকে বললেন, ---'ওরা ভালো কবিতাই ছাপুক। তুমি ছাইপাশ কবিতাই যত মাথায় আসে লেখো, প্রতিমাসে গোছায়
গোছায় আমাকে দাও, আমি 'শনিবারের চিঠি'তে গোছায় গোছায় ছাপব।'

বছর চারেক পাগ্‌লা গারদের কবিতা ধারাবাহিকভাবে 'শনিবারের চিঠি'তে ছাপা হবার পর ১৩৬০ বঙ্গাব্দে সজনীকান্ত
রঞ্জন প্রকাশালয় থেকে পাগলা গারদের কবিতার একটি ১০০ পৃষ্ঠাব্যাপী নির্বাচিত সংকলন ঐ নামেই প্রকাশ করলেন।
বইয়ের পাগ্‌লা গারদী চমৎকার প্রচ্ছদটি এঁকেছিলেন স্বনামধন্য উন্মাদপ্রতিম শিল্পী অন্নদা মুনসী। ভূমিকায় সজনীকান্ত
'এক পাগলের জবানিতে হাজার খ্যাপার খবর শুনে' সেই পাগল অর্থাৎ অজিতকৃষ্ণকে স্বীকৃতি জানলেন একটি কবিতায়-
-

দুনিয়াটাই পাগ্‌লা - গারদ,
হরেক রকম পাগল হেথা,
কেউ বা খাঁটি ব্রহ্মচারী,
কেউ কেউ বা করছে বে-থা।
দু' নৌকোয় পা দিয়ে কেউ
মনের সুখে খেতেছে ঢেউ,
কেউ সাজে বাঘ, কেউ সাজে ফেউ
নানান জনের নানান কেতা!
দুনিয়াটাই পাগলা - গারদ
হরেক রকম পাগল হেথা।
এ পাগলের জবানিতে
হাজার খ্যাপার খবর শুনি।
মন ছুটে যায় দূর অতীতে--
ধ্যানে মগন ঋষি মুনি
দিচ্ছে যেথায় প্রলাপ - বাণী,
ঋক্ যজু সাম তারেই মানি;
পাগ্‌লা ভোলার জটার পানি
মর্ত্যে সুরের সুরধুনী!

এক পাগলের জবানিতে
হাজার খ্যাপার খবর শুনি।
নীল আকাশের কোটি কোটি
সূর্য - তারার বার্তা কি বা
কেউ জানে না, যে জানে রয়
পাগল সেজে রাত্রি দিবা।
ধরা গারদ - গরাদ ধ'রে
দেখে, জগৎ খালিই ঘোরে;
দেখে, মৃত্যু - মহাঘোরে
নতুন প্রাণের দীপ্ত বিভা;
নীল আকাশের কোটি কোটি
সূর্য - তারার বার্তা কি বা।
পাগ্‌লা - গারদ - কাব্য প'ড়ে
আমার মনের পাগলটা যে
উঠল ক্ষেপে শিকল ছিঁড়ে
আইন - কানুন - নীতির মাঝে।
মুখের মুখোশ দেয় নামিয়ে
কাজ - কাজিয়া দেয় থামিয়ে
বরণ ক'রে পাগলামি এ
সাজতে চাহে নতুন সাজে
পাগ্‌লা - গারদ - কাব্য প'ড়ে
আমার মনের পাগলাটা যে।

আর এখন এইসব পাগলা - গারদী কবিতা লেখালেখি তার জবানবন্দী দিলেন অজিতকৃষ্ণ---
এলামেলা এই সাজানো আমার হাড়গোড়া - ভাঙা খেলা কবিতার দল,
খাপছাড়া এরা, বেখাপ্পা এরা, সাবালক বুঝি হবে না এদের কেউ।
খাম্‌খেয়ালীর গাঁজা খেয়ে ভাই আছি মৌতাতে, এরা যে তাহারি ফল,
মন - সমুদ্র হাঁসফাঁস করে, তারি বেলাভূমি এরা গুটিকত ঢেউ।
লাট্টুর মতো বাঁই বাঁই ক'রে ঘুরিছে পৃথিবী, ঘোলটে ঝাপসা চোখে,
ঠুলি - বাঁধা যেন কলুর বলদ, যত ঘোরে তত ঘোরে আর যায় বেড়ে।
এ বনে আমার গোলাপ ধুতুরা হাত ধ'রে নাচে কাঁটা - শিহরণ লেগে,
ভৈরব - রাগে ঐরাবতের স্রোতে ভেসে যাওয়া হেরিয়া শ্যাওলা হাসে।
জীবন - শিশির পদ্ম পাতায় থরথর কাঁপে প্রতিমুহূর্ত জেগে,
দিগন্তে বাজে অনন্ত সুর পত্র - ঝরানো শীতে আর মধুমাসে।
কংস - কারায় কচি কংসারি ফাঁকি দিয়ে কাঁদে আঁধার মেঘলা রাতে,
বাসুকী - ফনার বাহাদুরি যত জানে বাসুদেব তার বেশি আমি জানি।
জানি রাবণের গোপন চরিত, বাল্মীকি যাহা লেখেনি আপন হাতে,
পাঞ্চালী - হাতে পঞ্চপ্রদীপ কাহার তিমিরে ক্ষণিকের ঝল্‌কানি?
সাগরে হেরি যে পুঁটির সাঁতার, তিমি - ছায়া হেরি' চৌবাচচার জলে,

কারা - তিমিরের অলখ গহনে সুদর স্বপনে আকাশের বীজবুনি।
সার্কাসী গাধা ঘেরাই মানুষে টিট্‌কারি হানে খেলা দেখানোর ছলে,
ভীভাদ্রের ভ্যাপসা গরমে আষাঢ়ে মাথায় কবি রচে ফাল্‌গুনী।
কত গজলিয়া আসে আর যায়, গজল সামনে গজন পিছনে রেখা,
কাজল চোখের সজল চাহনি দেযালের বুকে সিনেমা - বিজ্ঞাপনে,
পাঁঠার মগজ তুলো - ধোনা করে বিমুগ্ধ গ দুরবীণ দিয়ে দেখে,
মঙ্গলগ্রহের, অমঙ্গলের ঘন্টা বাজায়ে শনি কান পেতে শোনে।
কত ভূগোলের কান ম'লে ম'লে ইতিহাস চলে এলোমেলো বাঁকা পথে,
ভূগোলের ঠেলা খেয়ে ইতিহাস কতকাৎ হয়ে মিন্‌মিন্‌ ক'রে তুলি,
চালে - কঙ্করে মিশায়ে আবার চাল কঙ্কর বাছিয়া আলাদা করি।
মহাদুনিয়ার পাগ্‌লা - গারদে অতিথি আমি যে পাছে তাহা যাই ভুলি,
তাই বারবার সাদার বক্ষ অনেক কালোর আঁচড়ে আঁচড়ে ভরি।

অজিতকৃষ্ণের তৃতীয় এবং সবচেয়ে গুত্বপূর্ণ সম্পাদক হলেন 'ষষ্টিমধু'র কুমারেশ ঘোষ। এই পত্রিকাতে তিনি জীবনের অন্তিমপর্ব পর্যন্ত লিখেছেন। তাঁর জীবনে কুমারেশ ঘোষই একমাত্র সম্পাদক, যাঁকে তাঁরই কাগজের একটি সংখ্যায় গদিচ্যুত করে 'ষষ্টিমধু'র সেই আমি' (কুমারেশ ঘোষকে নিয়ে) অজিতকৃষ্ণ সম্পাদনা করেছিলেন। অজিতকৃষ্ণের অনেক সেরা রচনাই লেখা হয়েছে 'ষষ্টিমধু'র প্রেরণায় এবং তাগিদে। তাঁর ৭৫বর্ষ পুর্তি দিবসে 'খাপছাড়া' কবিতা সংকলনের অনেকগুলি কবিতাই প্রথম প্রকাশিতহয়েছিল কুমারেশ ঘোষের 'ষষ্টিমধু'তে। 'রাঁচি - রঙ্গ' নামে একটি কৌতুক উপন্যাসের কথা উল্লেখ করেছেন তিনি তাঁর স্মৃতিকথায়।এই উপন্যাসটি অকৃব এবং কুমারেশ ঘোষের কথোপকথনের যুগলবন্দী। উপন্যাসটি যষ্টিমধুতে প্রকাশিত হয়েছিল। অজিতকৃষ্ণের মতো সারা পৃথিবীর উন্মাদনা সাহিত্যের ভান্ডারে এর তুলনায় বিরল। দুর্ভাগ্যের কথা উপন্যাসটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি।
'আবোল তাবোলে'র সুকুমার রায় - এর মতো অজিতকৃষ্ণও ছিলেন একেবারে স্বতন্ত্র ঘরানার ব্যতিত্রমী লেখক। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের মতো লেখকরাও হাস্যরসকে অচ্ছুৎ বলে মনে করেননি। কিন্তু নিছক হাস্যরসের লেখক হিসেবে ব াংলা সাহিত্যে বরাতজোরে হাতে গোনা। যাঁদের আমরা পেয়েছি তাঁরা সবাই নিজের এলাকায় এক্কের। ত্রৈলোক্যনাথ, কেদারনাথ, সুকুমার, পরশুরাম, শিবরাম, অকৃব এঁরা সবাই একেবারে অদ্বিতীয়, অনন্য। এঁদের সকলের সব লেখাই ভিন্নতর পথের যাত্রী, আনকনভেনশানাল।
অজিতকৃষ্ণের মতো তাঁর পাগ্‌লাগারদের কবিতা, প্রজ্ঞাপারমিতা এবং যাদুকাহিনী সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য লেখা। কিন্তু তঁ ার 'নেতে - তেরি - তোম, 'সৈকত সুন্দরী,' 'ওস্তাদ কাহিনী' আমাদের কম ভাল লাগেনা। ছোটদের জন্যে লেখা তাঁর হ াস্যমুখর এবং শ্লেষাত্মক ছোটদের উপন্যাস 'প্রফেসর হোংদারামের ডায়েরী' আর একখানা অনুপম উপন্যাস। তাঁর লেখা দু'এক ছত্র হাস্যরসাত্মক কবিতার নমুনা তুলে ধরা যেতে পারে। --
'একটি গাঁয়ে দুটি বন্ধু জয়কেষ্টো ভাঁটাদার,
জয়কে ভজকেষ্টো দিল নধর একটি পাঁটা ধার।
পাঁঠা তো নয় ষোলআনা এবং এটা পাঁঠার ছানা,
আর কিছুদিন খাইয়ে চানা তাগড়া করে গতর তার,
তারপরেতে খাটিয়ে মাথা করা যাবে যা করবার।
ভাবল শ্রীজয় জোযারদার।
কিংবা----
'উৎপাত রায় আর চিৎপাত দত্ত
দুই হাঁড়ি তাড়ি গিলে হ'ল ভারি মত্ত,

তাই শুনে গেছো দাদা বলে গেছো বৌদিকে
কেন এতো শোরগোল শুনিতেছি চৌদিকে?
কানে যা শুনেছি সেটা মিথ্যা না সত্য?
নেশাখুরি করছে কি রায় আর দত্ত?
আর একটা--
'চিড়িয়াখানায় গিয়েছিলাম আমার জন্মদিনে;
যাদের দেখতে গিয়েছিলাম তাদের চোখে আমায় এলাম চিনে।
খাঁচার ভিতর থেকে বাঘ আমাকে বললে ডেকে
---'জানি'
তুমি ভাবছ ব্যাঘ্র বেটা বড়ই হিংস্র প্রাণী।
তোমরা শুধু মিথ্যে ভাবের ফানুশ;
জেনে রাখ, মোদের চাইতে অনেক বেশি হিংস্র তোমরা
---মানুষ।'
বাঁদর দেখতে গেলাম যখন বক্ষ দু দু
একটি বাঁদর বললে আমায়ঃ
বাঁদরামিতে তোমরা মোদের গু।
সেই তুলনায় আমরা তো সব নিতান্তই বালক এবং বালিকা।
এই বলে সে শুনিয়ে দিল দ্বিপদীদের বাঁদরামি এক তালিকা।
ইত্যাদি।

অজিতকৃষ্ণের প্রতিভার স্বীকৃতি শু হয়েছিল বড়দের সাহিত্য রচনার মাধ্যমে কিন্তু ছোটদের জন্যে তাঁর রঙ্গব্যঙ্গআশ্রিত কবিতাগুলিও শিশুসাহিত্যের বিরল উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এই রচনাতেও অজিতকৃষ্ণের স্বাতন্ত্র্য সহজেই চিনে নেওয়া যায়। এইসব লেখা মাসপয়লা, খোকা - খুকু, শিশুসাথী, রামধনু প্রভৃতি পত্রপত্রিকার পাতায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।
অজিতকৃষ্ণ সেই অর্থে যুগানুকূল লেখক নন, অনেকটাই যুগপ্রতিকূল। সম্ভবত সেই কারণেই বাংলাভাষার কোনো কবিতা সংকলনে তাঁর ঠাঁই হয়নি। কারণ একটাই সামাজিক যুগ প্রতিকূলতার বঙ্কিম কটাক্ষে নিজেদের অবস্থানকে জানা, চিনে নেওয়া আমাদের না - পছন্দ। চলমানতার ভিতরের দ্বন্দ্ব এবং সংঘাতকে উপেক্ষা করে গড্ডলপ্রবাহে ভেসে যেতে আমরা বেশি ভালবাসি।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com